তারিখ ... 01 DEC 2002 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

চরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন ওরা চারজন

শংকর লাল দাশ, *গলাচিপা থেকে*

আয়েশা, রেহেনা, তহমিনা, রেশমা। চারটি অভাবগ্রস্ত পরিবারের ওরা চার তরুণী। সবাই এসএসসি পাস। পরিবারের সামর্থ্য নেই তাই আর লেখাপড়া এগোয়নি। ওদের মধ্যে একমাত্র রেহেনা বিবাহিত। দু'টি ছেলেমেয়ে আছে। স্বামী বেকার। আর কারও বিয়ে হয়নি। পরিবারে প্রচণ্ড অভাব অনটনের মধ্যে নিতান্ত হা হুতাশে ওদের দিন কাটছিল। এ অবস্থার মধ্যেই ওরা চর লতার শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালাতে এসেছে। দিনের পর দিন ওরা কঠোর পরিশ্রম করে চলছে। পরিবারের আয়ের যোগান দিয়েছে। সেই শিশুদের হাতে ওরা তুলে দিয়েছে কলম-খাতা-স্লেট-পেন্সিল। কিন্তু সরকারী-বেসরকারী কোন প্রকার সহায়তা ছাড়া ওদের এ উদ্যোগ কতদিন ধরে রাখা যাবে সে আশঙ্কায় এখন ভুগছে সবাই।

গলাচিপার অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া একটি জনপদ চর লতা। উপকূলীয় গলাচিপা উপজেলার শতেক চরের অন্যতম একটি চর। যেখানে আজও পৌঁছেনি আধুনিক সভ্যতার সামান্যতম কোন উপকরণ। যেখানে মানুষের দিন কাটে চাষাবাদ আর মাছ ধরে। উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর তীরে চর লতার অবস্থান। এর তিন দিকে নদী এবং একদিকে সাগর। চর লতায় বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন শ' পরিবারে লোকসংখ্যা দু' সহস্রাধিক। এর মধ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পে রয়েছে ৯০টি পরিবার। সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গোটা চরে এসএসসি পাস মানুষের সংখ্যা মাত্র ৫ জন। কোনমতে নাম স্বাক্ষর করতে পারে এ ধরনের মানুষ রয়েছে শ'খানেক। বাকিরা সবাই নিরক্ষর। নিরক্ষরদের এ জগতেই বড় হয়ে উঠছে প্রায় ৬শ' শিশু-কিশোর। যাদের কারোরই স্কুলে যাওয়ার সুযোগ নেই। শিক্ষা এই বিপুল সংখ্যক শিশু কিশোরদের কাছে এক দুর্লভ বস্তু। পুরো চরে নেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বেশির ভাগ অভিভাবকেরও এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। স্থানীয় ভূমি দফতর সূত্রে জানা গেছে, চর লতায় জমির পরিমাণ প্রায় দু'হাজার একর। এর অর্ধেকটা এখনও খাস। অবস্থাপন্ন লোকজন এ সমস্ত জমি ভোগ দখল করছে। চর লতায় যারা বাস করছে তারা সবাই ভূমিহীন অথচ শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি ভূমিহীনের ভাগ্যে খাস জমি বন্দোবস্ত জোটেনি। বর্গাচাষী হিসাবেই এদের দিন কাটছে। ফলে প্রতিটি পরিবারে লেগে আছে অভাব। এ অবস্থায় পরিবারের শিশুরা বড়দের সঙ্গে নদীতে মাছ বা পোনা ধরছে। ধানের ছড়া কুড়াচ্ছে। গরু-মহিষ পুষছে। এর সবটাতেই পরিবারের আয়ের যোগান হচ্ছে ফলে শিক্ষার চেয়ে অভিভাবকদের কাছে আয় উপার্জন বড় হয়ে উঠেছে। আবার যে সমস্ত অভিভাবকের মাঝে সামান্য সচেতনতা রয়েছে তারাও নিরুপায়। কারণ চরে কোন স্কুল নেই।

এ চিত্র শুধু চর লতার নয়। একইভাবে উপজেলার চর বাংলা, চর নজির, চর রুস্তম, চর কারফারমা, চর আগুনমুখা, চর কাসেম, চর বালিয়াবুনিয়া, নয়ার চরসহ অন্তত ৪০ চরে এখনও কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়নি। আবার বহু চরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের শুধু খাতাপত্রেই রয়েছে। বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই। কর্তৃপক্ষের খাতাপত্রে এ ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে চর লতা স্যাটেলাইট বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়টি ২০০০ সালের জানুয়ারিতে চালু হয়। কিন্তু দু'জন শিক্ষকের কোন্দলে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে এটি আবার বন্ধ হয়ে গেছে। বিদ্যালয়টির ঘর নির্মাণের সরকারী ১৫ হাজার টাকাও এক শিক্ষিকার স্বামী তুলে নিয়েছেন। এ বিদ্যালয়টির দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল চালিতাবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আঃ বারি খানের ওপরে। তিনিও এসব অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আরতী রানী দাসও জানান, বিদ্যালয়টি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার জানান, বিদ্যালয়টি বন্ধের কারণে শিক্ষকদের সম্মানী ভাতাও দেয়া হচ্ছে না।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানবিহীন গলাচিপার অন্যান্য চরের মতো চর লতার শিশুরাও শিক্ষার আলো ছাড়াই বেড়ে উঠছে। এ অবস্থায় চর লতার শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে এগিয়ে এসেছে চর অভাবী তরুণী। এদের অন্যতম আয়েশা বেগম ৩ বোন ২ ভাইয়ের মধ্যে মেজ। বাবা ক্ষুদ্র বর্গা চাষী। ২০০০ সালে এসএসসি পাস করার পরে অভাব অনটনের কারণে আর পড়াশোনার সুযোগ হয়নি। রেহেনা বেগমের স্বামী বেকার। ঘরে দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে ধার দেনা করে তাকে সংসার চালাতে হচ্ছে। তহমিনার সংসারে বাবা নেই। তাকে খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করতে হয়েছে। রেশমার বাবা গ্রাম পুলিশ। ৪ ভাই বোনের মধ্যে সবার বড়। শত অভাব অনটনের মধ্যে ওরা চারজন চর লতা আশ্রয়ণ প্রকল্পে গত চারমাস ধরে কারও কোন প্রকার সহায়তা ছাড়াই স্কুল চালিয়ে আসছে।

গলাচিপা : চরের শিশুদের শিক্ষায় নিয়োজিত চার নারী —জনকণ্ঠ

আয়েশা জানায়, ওরা মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে অন্য শিশুদের ফেলে দেয়া স্লেট পেন্সিল পুরনো ছেড়া বই চেয়ে নিয়ে এসেছে। এ দিয়েই চলছে শিশুদের পড়াশোনার পালা। রেহেনা জানায়, প্রতিদিন চালিতাবুনিয়া গ্রাম থেকে ডিঙ্গী নদী পাড়ি দিয়ে ওরা চর লতা যায়। কিন্তু খেয়ার মাঝিকে নৌকার ভাড়া দেয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। এ কারণে নৌকার মাঝি প্রায়ই তাদের গালাগাল করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীর পারে দাঁড় করিয়ে রাখে। রেশমা জানায়, মাটিতে পাটি মাদুর বিছিয়ে শিশুরা পড়াশোনা করে। ওদের একটি হাজিরা খাতা পর্যন্ত নেই। স্কুলে নেই ঘণ্টা। একারণে শিশুদের ডেকে ডেকে স্কুলে নিয়ে আসতে হয়। তহমিনা জানায়, ওদের স্কুলে এখন শুধু ক্লাস ওয়ান এবং টু-এ দু'টি শ্রেণী রয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও ওরা অন্য শ্রেণী খুলতে পারছে না। এ ধরনের সীমাহীন সমস্যার মধ্যেও স্কুলটিতে প্রতিদিন ৯০ থেকে ৯৫ জন শিশু উপস্থিত হচ্ছে। দেখা গেছে, বহু শিশু বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে।

এভাবে সরকারী বেসরকারী কোন প্রকার সহায়তা ছাড়া চার অভাবী একান্ত নিজস্ব প্রয়াসে গড়ে ওঠা স্কুলটি কতদিন নির্বিঘ্নে চলতে পারবে এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রায় সব মহলেই রয়েছে সংশয়। এ বিষয়ে স্থানীয় সংবাদকর্মীদের সঙ্গে অনেকেই খোলাখুলি কথা বলেছেন। চালিতাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির মুফতী জানান, চর লতায় কমপক্ষে দু'টি পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় দরকার। শিক্ষকতা শুধু চাকরি নয় তা ঐ মহিলারা প্রমাণ করেছে, ঐ মহিলাদের গড়া স্কুলটি যে কোন মূল্যের বিনিময়ে টিকিয়ে রাখার জন্য সকলের এগিয়ে আসা উচিত। একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, চর লতায় প্রতি বছর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫০/৬০টি করে বাড়ছে। অথচ এ সমস্ত পরিবারের শিশুদের শিক্ষা নিয়ে সরকারীভাবে কেউ কিছু ভাবছে না। মেম্বার হানিফ হাওলাদার জানান, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকদের সম্মানী দেয়ার বিষয়টি ভাবা যেতে পারে। মেম্বার আলমগীর চৌকিদার জানান, স্কুলটিতে আরও শিক্ষক দরকার। সমাজকর্মী ফজলুর রহমান বলেন, চর লতায় বহু খাস জমি আছে। তাতে স্কুল করা যেতে পারে। উন্নয়নকর্মী নাজমা বেগম বলেন, সমগ্র চরে শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬শ'। এদের জন্য কমপক্ষে তিনটি স্কুল দরকার। শিক্ষক মেজবাহউদ্দিন জানান, সবার আগে চর লতার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। কারণ চরের মধ্যে অসংখ্য খাল রয়েছে। এ সমস্ত খাল পাড়ি দিয়ে সকল শিশুর পক্ষে স্কুলে আসা সম্ভব নয়।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার চর লতার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা সঙ্কট সম্পর্কে জানান, চর লতায় পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু বিভিন্ন নিয়ম কানুনের কারণে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব নয়। তবে আপাতত একাধিক স্যাটেলাইট স্কুল চালু করা যেতে পারে।